বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

৪০, তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

মামলা নং-১/২০২০

প্রফেসর ড. কাজী শাহাদাৎ কবির — ফরিয়াদি
পিতা: প্রফেসর কাজী হুমায়ুন কবির
রেজিস্ট্রার,
নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ।

বনাম

জনাব মাহমুদ আনোয়ার হোসেন — প্রতিপক্ষ
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, দৈনিক মানবকণ্ঠ
বরুয়া, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ :

১। বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ — চেয়ারম্যান
২। খন্দকার মুনীরুজ্জামান — সদস্য
৩। সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা — সদস্য

ফরিয়াদি	: উপস্থিত
প্রতিপক্ষ	: উপস্থিত
শুনানির তারিখ	: ০৭/০৯/২০২০খ্রি:
আদেশের তারিখ	: ২৭/০৯/২০২০খ্রি:

রায়

ফরিয়াদির আর্জি:

ফরিয়াদি প্রফেসর ড. কাজী শাহাদাৎ কবির, রেজিস্ট্রার, নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ দৈনিক মানবকণ্ঠ সংবাদপত্রের ০৬, ০৭ ও ০৮ ফেব্রুয়ারি তারিখের সংখ্যায় 'নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ' ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ও ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে শিরোনামের সংবাদ প্রতিবেদন এর মাধ্যমে আপত্তিজনক, অসত্য, কাল্পনিক এবং বানোয়াট তথ্য প্রকাশ করার বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করেছে।
অনামিকা পাবলিকেশন্স লিমিটেড এর পক্ষে জাকারিয়া চৌধুরী, বরুয়া, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত দৈনিক মানবকণ্ঠ সংবাদপত্রে উপরোক্ত সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে আমাকে জনসমক্ষে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করা হয়েছে।
তিনি নিবেদন করেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সন্ত্রাসীদের সাথে তুলনা করে তাদেরকে অসম্মান করা হয়েছে।
একজন দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদের বিরুদ্ধে আপত্তিজনক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে গোটা শিক্ষক সমাজকে হেয় করা হয়েছে।
ফরিয়াদি নিবেদন করেন যে, প্রকাশিত প্রতিবেদনটি তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। বিশেষভাবে নিম্নবর্ণিত অংশসমূহ তাকে আঘাত করেছে।
শিরোনামগুলো নিম্নরূপ:-
৬ ফেব্রুয়ারি- "ভালো মানুষের আড়ালে ভয়ঙ্কর চরিত্র। ক্যাডার বাহিনীকে ছাত্ররূপে সাজানো"।

৭ ফেব্রুয়ারি- "ভালো মানুষের আড়ালে যেন কালসাপ আবু ইউসুফ আব্দুল্লাহর মুখোশ উন্মোচন চান সচেতন মহল"।
৮ ফেব্রুয়ারি- "ছাত্রের আড়ালে সন্ত্রাসী লালন-পালন। ভালো মানুষের আড়ালে যেন কালসাপ আবু ইউসুফ আব্দুল্লাহ"
উপরিউক্ত আপত্তিজনক সংবাদ প্রতিবেদন ছাপানোর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের/ সংবাদ সংস্থার সম্পাদক মহোদয়ের কাছে তিনি প্রতিবাদ পাঠিয়েছেন। কিন্তু সম্পাদক তার প্রতিবাদ মোটেও ছাপেননি তাতে অভিযোগের কারণ প্রশমিত না হয়ে প্রকোপিত হয়েছে।
ফরিয়াদি প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২ ধারার আলোকে প্রতিকার পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

ফরিয়াদির প্রতিবাদলিপি নিম্নরূপ: (হুবহু নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো)
বরাবর
জনাব মাহমুদ আনোয়ার হোসেন
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
দৈনিক মানবকণ্ঠ
বরুয়া, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯।

বিষয়: প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ।

গত ০৬, ০৭ ও ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ (বৃহস্পতিবার, শুকবার ও শনিবার) দৈনিক মানবকণ্ঠের প্রথম পাতায় ভলিউম ও দলিল জালিয়াতি করে নর্দান ইউনিভার্সিটি গড়ে তোলেন আবু ইউসুফ, 'নর্দান ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষামন্ত্রীর কর্মসূচি বাতিল দাবি' ও 'নর্দান ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষামন্ত্রীর কর্মসূচি নিয়ে বিরুপ প্রতিক্রিয়া' শীর্ষক প্রতিবেদনে নর্দান ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু ইউসুফ মো: আবদুল্লাহ ও নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে মানবকণ্ঠ তাদের মনগড়া তথ্য প্রকাশ করেছে। এছাড়া মানবকণ্ঠ উচ্চ আদালতের উদ্ধৃতি দিয়ে যে বক্তব্য প্রকাশ করেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। এছাড়াও জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদানে জাতির কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আমরা সচেতনভাবেই তা পালন করছি।

নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ সকল প্রকার নিয়ম নীতি অনুসরণ করেই সকল শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাই মানবকণ্ঠ এমন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মনগড়া প্রতিবেদন প্রকাশিত করা অত্যন্ত দু:খজনক। সংবাদপত্র যেখানে সত্য প্রকাশের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত, সেখানে মানবকণ্ঠের এ ধরণের প্রতিবেদন নিন্দনীয় ও অগ্রহণযোগ্য।
প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ স্বরূপ উপরোক্ত প্রতিবাদটি দৈনিক মানবকণ্ঠের প্রথম পাতায় প্রিন্ট ভার্সন (অনলাইন) প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করছি।" রেজিস্ট্রার- ফরিয়াদি

প্রতিপক্ষের জবাব:

প্রতিপক্ষ তাদের জবাবে উল্লেখ করেছে যে, দরখাস্তে বর্ণিত সকল বিবরণ মিথ্যা, বানোয়াট এবং ফরিয়াদি ঈর্ষান্বিত হয়ে অভিযোগ আনয়ন করেছে। যা আদৌ রক্ষণীয় নহে।
মানবকণ্ঠ পত্রিকায় রয়েছে সত্য সংবাদ সৃষ্টিকারী নির্ভীক সংবাদকর্মীগণ, যাদের কলম সদা সর্বদা সত্যের পক্ষে চলছে।
প্রতিবেদনটি প্রচারের ফলে ফরিয়াদির মান সম্মানের কোনোরূপ অবমাননা হয় না বরং ফরিয়াদি মানবকণ্ঠ পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর মান, সম্মান এবং সুনাম সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে।

অভিযোগকারীর দরখাস্তের প্রথম দফার বিবরণ যথা গত ০৬, ০৭ ও ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের দৈনিক মানবকণ্ঠ পত্রিকায় নর্দান ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান প্রফেসর আবু মো: আবদুল্লাহ ও এই ইউনিভার্সিটি ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে মানবকণ্ঠ তাদের মনগড়া তথ্য প্রকাশ করার দাবি সত্য বা সঠিক নয়। কারণ সংবাদকর্মীগণ সরেজমিনে গিয়ে ঘুরে ইউনিভার্সিটির ভিতর এবং বাহিবের বিভিন্ন উৎস হতে তথ্য নিয়ে তথ্যনির্ভর সংবাদ প্রকাশ করেছে যা তদন্তে সংবাদের বিদ্বেষমূলক মনোভাব নিয়ে অথবা অন্যের মানহানির মনোভাব নিয়ে প্রকাশ করা হয়নি। বরং নির্দোষ মনোভাব সত্য তথ্য এবং উৎসনির্ভর সরেজমিন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এখানে প্রকাশ করা আবশ্যক যে, কোনো সমষ্টির একজনেরর দোষত্রুটি তুলে ধরা হলে সমষ্টিকে দোষী বলা হয়, এটা মোটেও সঠিক নয়। এই দফায় অবশিষ্টাংশ যথা উচ্চ আদালতের উদ্ধৃতি দিয়ে যে বক্তব্য প্রকাশ করেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, নর্দান ইউনিভার্সিটি আশিয়ান সিটি নামক প্রজেক্টে অবস্থিত। আশিয়ান সিটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর দাবি তার স্বাক্ষর-সিল জাল করে জমির মালিকানা দলিল তৈরি করা হয়েছে, কারণ Bangladesh Environmental lawyers Association (BELA), আশিয়ান সিটির বিরুদ্ধে ১৭১৮২/১২নং রিট পিটিশন দায়ের করেন। যা হতে উদ্ভূত সিভিল পিটিশন নং লিভ টু আপিল নং-২৬৯৮ এবং ২৭৮৯/২০১৭ বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের অ্যাপিলেট ডিভিশনে শুনানির অপেক্ষায় আছে। রিট দায়েরের দিন হতে অদ্য পর্যন্ত আশিয়ান সিটির যাবতীয় কার্যক্রম তথা জমির আকৃতি এবং প্রকৃতির পরিবর্তনের উপর বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, যা ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা এবং অবজ্ঞাক্রমে ফরিয়াদি প্রতিষ্ঠান জমির দলিল তৈরিসহ ৭তলা ভবন নির্মাণ করেছে। ফরিয়াদির আর্জির অন্যান্য দফার জবাবে বলা যাচ্ছে যে, সরেজমিন পরিস্থিতির উপর বিভিন্ন উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কারো কোনোরূপ ইন্ধনে নয়, বিদ্বেষমূলক মনোভাব নিয়ে নয়, কারো মান সম্মান হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে এ প্রতিবেদনগুলি প্রচার করেনি। উপরোক্ত অবস্থাধীনে ফরিয়াদির আনীত অভিযোগ খারিজ করার জন্য প্রতিপক্ষ আবেদন করেন।

ফরিয়াদির প্রতিউত্তরঃ

ফরিয়াদি তাদের প্রতিউত্তরে উল্লেখ করেছেন যে, 'নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ' ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ মো: আব্দুল্লাহ ও 'নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ' এর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে দৈনিক মানবকণ্ঠ পত্রিকা তাদের মনগড়া প্রতিবেদনের পক্ষে যে সব যুক্তি তুলে ধরেছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। সরেজমিনে প্রতিবেদনের নামে তাদের নিজস্ব প্রতিবেদক কুরুচিপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করে 'নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ' ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ মো: আব্দুল্লাহ ও ছাত্র-ছাত্রীদের অপমানিত করেছে। দৈনিক মানবকণ্ঠ তাদের কোনো প্রতিবেদকই 'নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ' ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ মো: আব্দুল্লাহ কিংবা 'নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ' এর কোনো প্রতিনিধির বক্তব্য নেয়নি কিংবা নেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। একটি নির্দিষ্ট পক্ষের বক্তব্যের ভিত্তিতে সংবাদ প্রকাশ করা কতটা যুক্তিযুক্ত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত তা 'নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ' এর বোধগম্য নয়।

ফরিয়াদি তাদের আর্জির আলোকে আরও নিবেদন করেন যে, 'নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ' দৈনিক মানবকণ্ঠের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রতিবেদনের প্রতিবাদ দিয়ে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জনাব মাহমুদ আনোয়ার হোসেন এর কাছে ফোন দিয়ে ছাপাতে বললে তিনি তা ছাপাতে অস্বীকৃতি জানান এবং আশিয়ান গ্রুপের এমডি সাহেবের সাথে কথা বলে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে মীমাংসা করতে বলেন যাতে নিউজটা না হয়। এছাড়াও তিনি যে প্রতিবাদ প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখেন না, তাও উল্লেখ করেন। যা 'নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ' কর্তৃপক্ষের নিকট ভয়েস রেকর্ডিং আকারে সংরক্ষিত আছে। দৈনিক মানবকণ্ঠ আসিয়ান গ্রুপ চেয়ারম্যানের প্রচারপত্র ও যাবতীয় অন্যায় কাজের ঢাল হয়ে সংবাদপত্রের গ্রহণযোগ্যতা বিনষ্ট করছে বলে মনে করে 'নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ'। এছাড়া 'নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ' ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর

ড. আবু ইউসুফ মো: আব্দুল্লাহ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নোংরা মন্তব্য ও প্রতিবেদনের আবারো প্রতিবাদ করছে 'নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ'।

তাই 'নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ' ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ মো: আব্দুল্লাহ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে দৈনিক মানবকণ্ঠ যে নোংরা, অসত্য, কাল্পনিক, বানোয়াট আপত্তিকর ও অপমানজনক প্রতিবেদন প্রকাশ করে সম্মানহানি করেছে, তার উপযুক্ত বিচার প্রার্থনা করেছে 'নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ'।

যুক্তিতর্ক:

ফরিয়াদি প্রফেসর ড. কাজী শাহাদাৎ কবির, রেজিস্ট্রার, নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ নিজেই তাঁর মামলা পরিচালনা করেন। তিনি তাঁর আর্জি, প্রতিউত্তর এবং প্রতিপক্ষের জবাব পড়ে শুনান এবং আর্জির আলোকে নিবেদন করেন যে দৈনিক মানবকণ্ঠ সংবাদ পত্রের ০৬, ০৭ ও ০৮ ফেব্রুয়ারি তারিখের সংখ্যায় নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে মানবকণ্ঠ তাদের অসত্য, কাল্পনিক এবং মনগড়া তথ্য প্রকাশ করেছে। তদ্রুপ সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ ফরিয়াদিকে জনসমক্ষে সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন করা হয়েছে। তিনি আরও নিবেদন করেন যে, দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদের বিরুদ্ধে আপত্তিজনক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে গোটা শিক্ষা সমাজকে হেয় করা হয়েছে।

দৈনিক মানবকণ্ঠের কোনো প্রতিবেদকই নর্দান ইউনিভার্সিটির কোনো কর্মকর্তা কর্মচারী তাদের কোনো প্রতিনিধির বক্তব্য নেয়নি কিংবা নেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। একটি নির্দিষ্ট পক্ষের বক্তব্যের ভিত্তিতে সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে। ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ তৎকালিন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এর কাছে প্রতিবাদলিপিটি ছাপাতে অনুরোধ করলেও তা তাঁরা করেননি এবং আসিয়ান গ্রুপ এর চেয়ারম্যানের সাথে কথা বলে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে মীমাংসা করাতে বলেন। শেষ পর্যায়ে মানবকণ্ঠ কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রতিবাদপত্র ইচ্ছাকৃতভাবে ছাপায়নি। মানবকণ্ঠ ইচ্ছাকৃতভাবে প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছে।
পরিশেষে তিনি দৈনিক মানবকণ্ঠ যে নোংরা অসত্য, কাল্পনিক, বানোয়াট ও অপমানজনক প্রতিবেদন প্রকাশ করে সম্মানহানি করেছে বিধায় তাঁর উপর্যুক্ত বিচার প্রার্থনা করেছেন।

প্রতিপক্ষের পক্ষে বর্তমান ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। তিনি ফরিয়াদির অভিযোগ অস্বীকার করে নিবেদন করেন যে, প্রতিবেদনগুলি প্রকাশের সময় তিনি সম্পাদকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন না। তথাপি তিনি ঐ সমস্ত প্রতিবেদনগুলি প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করে বলেন যে ফরিয়াদির প্রতিবাদপত্র গ্রহণ না করে এবং তা প্রচার না করে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ অনৈতিক কাজ করেন। তাই তিনিও আচরণবিধি লঙ্ঘিত হয়েছে বলে মনে করেন এবং এতে বিচারিক কমিটির নিকট দু:খ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে এর কোনো ব্যত্যয় হবেনা বলে বিচারিক কমিটিকে আশ্বস্ত করেন। তিনি আরও নিবেদন করেন যে ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে প্রতিপক্ষ বক্তব্য দেয়নি বরং বহিরাগতদের নিয়ে বক্তব্য দিয়েছে। তিনি আরো বলেন যে সংবাদকর্মীগণ সরেজমিনে গিয়ে তদন্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছে তবে মানহানির মনোভাব নিয়ে প্রতিবেদনগুলি প্রকাশ করা হয়নি। তিনি উপরোক্ত পরিস্থিতিতে ফরিয়াদির অভিযোগ খারিজ করার জন্য আবেদন করেন।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

উভয়পক্ষের যুক্তিতর্ক এবং দাখিলী কাগজপত্র বিবেচনা করা হলো। ফরিয়াদির আর্জির পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ ০৬, ০৭ ও ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ দৈনিক মানবকণ্ঠ নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এর বিরুদ্ধে "ভলিউম ও দলিল জালিয়াতি করে নর্দান ইউনিভার্সিটি গড়ে তোলেন আবু ইউসুফ", "নর্দান ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষামন্ত্রীর কর্মসূচি বাতিল দাবি এলাকাবাসির"

এবং "নর্দান ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষামন্ত্রীর কমসূচি নিয়ে বিরুপ প্রতিক্রিয়া" উপরে উল্লেখিত তারিখে প্রচার করেন। আমরা প্রতিবেদনগুলি পরীক্ষা করে দেখেছি। প্রতিবেদক ফরিয়াদির ইউনিভার্সিটির কোনো প্রতিনিধি বা কর্মকর্তার মতামত গ্রহণ করেনি। এছাড়া মানবকণ্ঠ কর্তৃপক্ষ প্রেরিত প্রতিবাদ পত্রটিও আমলে নেয়নি এবং ছাপানোর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

এ সম্পর্কে কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশের সংবাদপত্র, সংবাদসংস্থা এবং সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধি হলো:-

৪। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের প্রাপ্ত তথ্যাবলির সত্যতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করা'

১১। ব্যক্তি বিশেষ, সংস্থা প্রতিষ্ঠান অথবা কোনো জনগোষ্ঠী বা বিশেষ শেণির মানুষ সম্পর্কে তাদের স্বার্থ ও সুনামের ক্ষতিকর কোনো কিছু যদি সংবাদপত্র প্রকাশ করে তবে পক্ষপাতহীনতা ও সততার সাথে সংবাদপত্র বা সাংবাদিকের উচিত ক্ষতিকর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে দ্রুত এবং সংগত সময়ের মধ্যে প্রতিবাদ বা উত্তর দেয়ার সুযোগ প্রদান।

১২। প্রকাশিত সংবাদ যদি ক্ষতিকর হয় বা বস্তুনিষ্ঠ না হয় তবে তা অবিলম্বে প্রত্যাহার, সংশোধন বা ব্যাখ্যা করা এবং ক্ষেত্র বিশেষে ক্ষমা প্রার্থনা করা;
১৭। সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত পক্ষ বা পক্ষসমূহের প্রতিবাদ সংবাদপত্রটিতে সমগুরুত্ব দিয়ে দ্রুত ছাপানো এবং সম্পাদক প্রতিবাদলিপির সম্পাদনা কালে এর চরিত্র পরিবর্তন না করা;

প্রতিপক্ষের জবাব পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ প্রতিবাদপত্র ছাপানোর ব্যাপারে একেবারেই নীরব। ফরিয়াদির প্রতিউত্তর পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে যে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক প্রতিবাদপত্র ছাপাতে অস্বীকৃতি জানায় এবং প্রতিবেদন প্রকাশ করতে ক্ষমতা রাখেন না বলে জানান। এমতাবস্থায়, ইহা সুস্পট হয় প্রতিপক্ষ কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত আচরণবিধি পালন করেননি বরং লঙ্ঘন করেছেন।

পত্রিকার সম্পাদক এবং প্রকাশক প্রতিবাদপত্র না ছেপে উভয়েই দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে উনারা দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। পুরো ব্যাপারটি অপসাংবাদিকতা এবং হলুদ সাংবাদিকতা। এই একটি কারণেই প্রকাশনা বাতিল করা সমীচীন। এ প্রসঙ্গে জনাব গোলাম সারওয়ার সম্পাদক (প্রয়াত) দৈনিক সমকাল এর প্রবন্ধ পিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত "হলুদ সাংবাদিকতা" খুবই প্রাসঙ্গিক বিধায় উক্ত প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো:

> *"আমাদের দেশে দুই ধারার সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। একটি মূলধারার। মূলধারার সংবাদপত্রে একটি মানদণ্ড বজায় রেখে, সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা বিবেচনায় নিয়ে মোটামুটিভাবে সংবাদ প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়। সেখানে যে কোনো সংবাদ যেনতেনভাবে প্রকাশ না করে সর্বজনীন নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়। পাশাপাশি আরেক ধরনের সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, এর সংখ্যা অনেক বেশি। একজন পাঠক হিসেবে মনে হয়, সেখানে সংবাদের সোর্স সঠিক কিনা তা যাচাই করা হয় না, নিরপেক্ষ সূত্র থেকে সংবাদের সত্যতা নিশ্চিত করা হয় না; সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা মানা হয় না। কোনো সংবাদ প্রচারের ফলে কারো ব্যক্তিগত জীবন ব্যাহত হলো কিনা তা পরোয়া করা হয় না। বলতে গেলে এসব কিছুই মানা হয় না। বরং পাঠককে মুখরোচক কিছু দেওয়ার জন্যই এসব ছাপা হয়-এই দুটো ধারার সংবাদপত্র আছে। দ্বিতীয় ধারা নিয়ে আমার কোনো বক্তব্য নেই। কারণ এসব সংবাদপত্র সাংবাদিকতার ন্যূনতম মান বজায় রাখে না। আমি মনে করি এ ধরণের সংবাদপত্র প্রকাশ হওয়া উচিৎ নয়। এটা এক ধরনের হলুদ সাংবাদিকতার অংশ। কোনো বিষয়ে নিশ্চিত না হয়েই যা খুশি লিখে দিলাম। যেমন কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেল, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকতেই পারে। তবে যারা অভিযোগ করে তাদেরও স্বার্থ হাসিলের ব্যাপার থাকে অনেক সময়। একজন প্রতিবেদক বা রিপোর্টারের দায়িত্ব হচ্ছে এই অভিযোগটাকে মিথ্যা ধরে নিয়ে এর সত্যটাকে অনুসন্ধান করা। তাহলেই আসল সত্য তথ্য বের হয়ে আসবে। খবরের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অভিযোগ পেলেই*

ছেপে দেওয়া হলো, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেল তার কোনো বক্তব্য নেওয়া হলো না। এতে তাঁর সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হলো। এই যে ইচ্ছামতো যা খুশি লেখা বা প্রচার করা হলো সেটাই ইয়েলো জার্নালিজম বা হলুদ সাংবাদিকতা।"

ফরিয়াদির অভিযোগ, প্রতিপক্ষের জবাব এবং ফরিয়াদির প্রতিউত্তরসহ পক্ষগণের দাখিলী কাগজপত্র এবং তাঁদের বক্তব্য বিবেচনা করে মাননীয় সদস্যদের সাথে একমত হয়ে বিচারিক কমিটি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে ফরিয়াদির প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এবং ব্যক্তিগতভাবে উপাচার্যের বিরুদ্ধে পরপর ভিত্তিহীন প্রতিবেদনগুলি ছেপে প্রতিপক্ষগণ ফরিয়াদির মানহানি করা সহ সাংবাদিকতার নীতিমালা ভঙ্গ করেছেন এবং জনসাধারণের রুচির বিরুদ্ধে অপরাধ করেছেন এবং তা তাদের পেশাগত অসদাচরণ ব্যতিত কিছুই নয়। যেহেতু বর্তমান ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক তাঁর যুক্তিতর্ক উপস্থাপন কালে কাউন্সিলের বিচারিক কমিটির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং ভবিষ্যতে তদ্রুপ আচরণ থেকে বিরত থাকবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন, তাই প্রতিপক্ষকে লঘুদণ্ড দেয়ায় সমীচীন বলে কমিটি মনে করে। এ প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষকে তাঁদের গর্হিত আচরণের জন্য ভৎর্সনা করে ভবিষ্যতের জন্য সর্তক করা হলো।

এ রায়ের সত্যায়িত অনুলিপি প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে দৈনিক মানবকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশ করে এর একটি কপি কাউন্সিলে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-

বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-

খন্দকার মুনীরুজ্জামান
সদস্য

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-

সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা
সদস্য